দৈনিক
ভোরের কাগজ

25 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

হাজীগঞ্জে ১২ বিদ্যালয়ে পাঠদান বারান্দা ও মাঠে

অমর দাস, হাজীগঞ্জ

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলায় ১২টি বিদ্যালয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলে বারান্দায় বা খোলা মাঠে। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে ঊর্ধ্বতন দপ্তরে আবেদন করেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো সমাধান পায়নি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্যমতে, ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে তারালিয়া, সাদ্রা, প্যারাপুর, মৈশাইদ, হোটনী, পশ্চিম মুকন্দসার, দিগচাইল, হাজি ইসমাইল, নোয়াপাড়া, বলাখাল, সেন্দ্রা ও নাটেহরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাউছার হোসেন জানান, ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে জরুরি ভিত্তিতে ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একাধিকবার তালিকা পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১২ বিদ্যালয়ে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনে শ্রেণি কার্যক্রম চালাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয়।

প্যারাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোতালেব হোসেন জানান, তার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭০। তিন কক্ষের ভবনটিতে দুটি শ্রেণিকক্ষ ও একটি অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার হয়। প্রতিনিয়ত ছাদ ভেঙে, টুকরো অংশ ছাত্রছাত্রীদের মাথার ওপর পড়ে। উপজেলা প্রকৌশল কার্যালয় থেকে ২০১৩ সালে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে বারান্দায় ও খোলা মাঠে পাঠদান চলে।

পশ্চিম মুকন্দসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাজেরা খানম জানান, বিদ্যালয়ের চারটি কক্ষের মধ্যে তিনটি কক্ষে শ্রেণি কার্যক্রম চলে। বৃষ্টির সময় ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে শ্রেণিকক্ষে জমে থাকে। তখন শিক্ষার্থীরা ছাতা মাথায় ক্লাস করে।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) একেএম মিজানুর রহমান জানান, ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলোতে জরুরি ভিত্তিতে ভবন নির্মাণের জন্য একাধিকবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে তথ্য পাঠানো হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শ্রেণি কার্যক্রম না চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের খোলা মাঠে অথবা বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বাড়িতে শ্রেণি কার্যক্রম চালানোর জন্য বলা হয়েছে।

উপজেলা প্রকৌশলী দীপংকর ঘোষ জানান, হাজীগঞ্জ উপজেলায় ৩৫টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে তথ্য পাঠানো আছে। ওই তালিকায় এসব বিদ্যালয়ের নামও আছে।